সংবাদ

COL 014 সম্পাদকীয়

তারিখ ... 6/3/85 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৯১

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত। এই বিবেচনায় উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী জুলাই হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিএড কোর্স চালু হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে (১লা মার্চের সংবাদ দ্রষ্টব্য)।

কেবল আসন সংখ্যার অভাবেও বর্তমানে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডবল শিফট চালু করেও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের এই সুযোগ প্রদান করতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে বলে সেখানকার নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়াও প্রতি বছরই ব্যাহত হয়। উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা যেহেতু নিজ উদ্যোগে লেখাপড়া করবেন কাজেই ক্লাস বন্ধ থাকায় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। ফলে পরীক্ষা বা শিক্ষা বছর পিছানোর প্রশ্ন উঠবে না।

দ্বিতীয়তঃ অফিস-আদালতে কর্মরত ব্যক্তিরাও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। এতে তাঁরা এবং দেশবাসী লাভবান হবেন।

উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা নতুন কোন ব্যাপার নয়। বিশ্বের বহু দেশেই পৃথক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু বিষয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। করেসপনডেন্স কোর্স বা দূরশিক্ষণ এরই আওতায় পড়ে। এদেশের অনেকে করেসপনডেন্স কোর্স করে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট পর্যন্ত হয়েছেন।

তবে এ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সীমাবদ্ধ না রেখে তা উন্মুক্ত করে দেয়া উচিত। প্রাইভেট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন এবং শিক্ষার্থীরা যদি নিজ খরচে সেখানে গিয়ে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দেয় তাহলে খরচ কমায় সরকারই লাভবান হবেন। এ থেকে যে অর্থ বাঁচবে তা শিক্ষার অন্য ক্ষেত্রে ব্যয় করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং সময়মত সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা। এসব দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কেই বহন করতে হবে।

উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে রেডিও-টেলিভিশন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠ্য বিষয়সমূহ এসব গণমাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। এই কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য মফস্বল শহরে পাবলিক লাইব্রেরীগুলোকে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য বই সরবরাহ করে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্য দেশের অভিজ্ঞতাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারি। সম্প্রতি ঢাকায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে আন্তর্জাতিক কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশে চালু করার জন্য কাজ শুরু হয় বেশ কয়েক বছর আগে। অথচ আমরা হাঁটি হাঁটি করে এ পর্যন্ত সামান্যই এগিয়েছি। শিক্ষায় অনগ্রসর এদেশে উচ্চতর শিক্ষার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য এখন আমাদের দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।